চিত্ত প্রসাদের টুকরো লেখা

কবিতায় চিঠি, নোট ইত্যাদি

দুল্ দুল্ দুলিয়া
তিন আংগুল তুলিয়া
কালের মাছি কালে যাও
মোর ফল্লায় নাও তলাও
এই চাক কাটিতে
যদি মাছি কামড়াও
তোর মুখ বন্দ করং ॥

(কোচবেহারী মৌচাক কাটার মন্ত্র। সংগ্রহ : শ্রী জীতেন্দ্র ঘোষ)

পত্র

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯

বন্ধু সমর সেন
কেন চুপ করেচেন ?
...
...
এক রাতে দেবী জয়া
নিয়ে ভারতীয় দয়া
আর তার খোকা নিয়ে আর রুশী রং নিয়ে
হাসিখুশি মুখ নিয়ে আসলেন
আমি তো আস্তো গাধা
আজও জানিনে কো দাদা
বিধাতা হাসলেন কি কাসলেন !
মস্কো যাইনে কেন
আরো নানা হেন তেন

মন খোলা বাংলায়
পলিটিক্স হামলায়
...

আমি দাদা থক্ গিয়া
নানা ধারাপাত নিয়া
চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে
যেদিকে তাকাও নানা পলিটিক্সরা
সুদ আর আসলেতে
বীজ আর ফসলেতে
পয়লাটা হয় আজ তিস্‌রা !!!
বিনু রায় গান ছেড়ে দর্শন কর্ষণ করে
আরো নানা হর্ষে সুখে আলিংগন করে বুকে
বিশ্বের মুক্তির ঝানু ঝানু দূতেরা
আজ বলি ঈশ্বরে ঃ—
'মানুষের ঘরে ঘরে
বেঁচে থাক ভাং গাঁজা ধুতুরা ॥'
× × × তারপর × × ×
চলছে হল্লা নয়া
'ঝিভাগো' নভেল নিয়া
চোঁয়া ঢেকুরের বাস পায়োরিয়া নিশ্বাস
উল্লুক রাজেদের মোচড়ায় পিলে
বিব্রত হেথা সেথা কৃষ্টির শকুনেরা
গোলাপী ও পাকা রাঙা সব হাড়গিলে।
হোক না সে কোটিতে এক
মরুক প্যাস্টারন্যাক
এ যুগেতে কে না জানে
একের কী কদর্য মানে
বুর্জোয়ারা চেঁচামেচি করে পৃথিবীতে
জনগণ ভুলবে না টলবে না দুলবে না
নিজেদের মুক্তির পথ চিনে নিতে !!!
...
জানবেন সম্প্রীতি চিঠি আপাতত ইতি
সুহৃদের সুখে মোর চিত্তে প্রসাদ
আঁধেরি নগরবাসী খোদার রুগ্ন খাস

ভবদীয়
চিত্ত প্রসাদ

পত্র

আন্ধেরি
২৩-এ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

শুন শুন সুনীল জানা
পাইলাম তোমার পত্রখানা
যাইতাম উইড়া থাকলে ডানা,—
খুশির চাইতে হইলাম রে অখুশি।
ইচ্ছা করে ঐ হালাদের ধৈরা মারি ঘুশি ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধুয়া ॥

এংরাজ গিয়া চ্যাং-রাজ হৈছে
পুলি পিঠার ল্যাজ গজাইছে
ব্যাঙে সাপের পাঁচ পা দ্যাখছে ন্যাপায় মারে দৈ
গো-মাতার সন্তানেরা দেয় পাকা ধানে মৈ ॥
ভাইরে, খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

হের পরেতে লেখছ পত্রে
ব্যথা বেদন হৈছে গাত্রে
আমারো ঘুম হয় না রাত্রে
মনটা— বুড়া বুড়া লাগে

কী ছিলাম কী হৈলাম ভাইর‍্যা
মরি দুখে রাগে ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

এই তো সেইদিন আইলাম ভবে
যৈবনই বা আইলো কবে
গেলই বা সে কেমনে কবে
দেহতত্ত্ব বোঝন বিষম দায়
এখন দেখি একে একে দন্ত গুলান যায় ॥
ভাইরে, খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

ন্যাপারা সব দিল্লীবাসী
বরের পিসি বৌ-এর মাসী
পরের খাইয়া চড়ায় ঘরের মোষ
বাটপাড় হৈতে পারলানা ভাই
রামেরে দাও দোষ ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

মনের খেদে লেখ্‌ছ শেষে,—
'এই দেশ তেইজা যাও বিদেশে
রাখবে তারা ভালোবেসে
থাকবা রঙ্গে ঢঙে।'—
হায়রে— যদি যাই মুই বঙ্গে
আমার— কপালও যায় সঙ্গে ॥

বুড়া কালে ইউরুপ যামু
দাঁত নাই চোখ নাই কী সুখ পামু
সেখানেও সেই রামই খামু যদি কড়ি জোটে—
আরেক ল্যাঠা— কাঁটা চামচির
অভ্যাস নাই তো মোটে ॥

বয়স কালে সবই সাজে
বুড়া কালে লাঠি বাজে
বেল্লত হমু পর সমাজে কাজ কি অমন সুখে
বুড়া কালে খাওন ভাল ঝালটা পরের মুখে ॥

যায় না ঠেকান দিয়া ঠেকা
যার কপালে য়েমন লেখা
আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা কই শোন,—
স্বয়ং ক্যাবল চন্দ্রের কীর্তি সাজান নয় কোন ॥

আগরতলার আমাগো সেই
ক্যাবল চান্দ বাল্য বয়সেই
কালচারে মন— ঘরে বসেই তবলডুগি বাজায়

পাঠশালা পাট ফালাইয়া শেখে
দম দিতে গাঁজায় ॥

বয়স ষোল না হৈতে
গৃহ বন্ধন নারে সৈতে
গুরুর কাছে বিদ্যা লৈতে ফেরার হৈল কাশী
তবল বাজাইতে শেষে পৌঁছায় দিল্লী আসি ॥

কালচার মন্ত্রী শুইনা তবল
ডাইকা দিলেন মুজরা ডবল
কইলেন ডাইকা— 'অহে ক্যাবল,—
পাঠামু ইউরুপে।'

ক্যাবল বলে— 'মস্কু গেলাম
কী দ্যাখলাম কী সুখ পাইলাম
কী কই দাদা ভট্‌কা খেলাম
বিশ্বাস যাইতে পারেন
সকাল হৈতে রুটি মাংস যত ইচ্ছা মারেন ॥

যাহারে কয় ভূরি ভোজন
চল্লিশ পাউন্ড বাড়ল ওজন
বার দিনে— বোঝেন কেমন—
প্যান্টের বুতাম ছেঁড়ে
গেলাম যখন চিকা যেমন
ফিরলাম বলদা এঁড়ে ॥'

['ব্যাড-টী দিয়া ঘুম ভাঙাইত
তাহার পরই ব্র্যাকফাস্ট হৈত
ভোর হৈতে মাঝরাত পার গাদনের পর গাদন
ছয় মাস থাকলে তেমন হালে
বৈতাম গন্ধমাদন' ॥—]

'তার উপরে— কি কমু— প্র্যাম— !

মস্কুতে সব ফিট গোর ম্যাম— !
সবরাই জিগ্গায়— হোয়াট ইউর ন্যাম ?—
পরীর মতন মাইয়া
তেমনি সব স্বাস্থ্যবতী এইসান হাথের বাঁইয়া ॥'

'আমার রংটা দৈবাৎ কালো
অরা কালোই বাসে ভালো
আমায় লৈয়া কী যে করলো
সবরাই টানাটানি
কী কয় যে বুঝি না ছাই ভাষাটা না জানি ॥'

'একজন তো সবরার বেশি
আমারি গায়ে ঠেশাঠেশি
হাতেহাতে মেশামিশি
শেষে— থাইয়া বসল— চুম— !
বাইসরে বাইস সারাটা রাত চক্ষে নাই মোর ঘুম' ॥

'আসন কালে কৈলজা ফাটে
ছিলাম যেমন চান্দের হাটে
অরা সবরাই কান্দে কাটে চক্ষের জলে ভাসে
সেই একজন তো আমার লগে পারলে চৈলা আসে ॥'

শুইনা'নি ক্যাবলের কথা
মনে শুধুই বাড়ে ব্যথা
আমার দৌড় ঐ কৈলকাতা কৈলে হৈব কি
ঠকঠকাইলে শূন্য ভাণ্ডে মেলে না তো ঘি ॥

নিজের দেশে বেশ আছি ভাই
ল্যাংটা ফিরলেও জিগ্গানের নাই
ধার ধোর কৈরা খিচুড়ি খাই
আর— তামশা দেখি কত
এমন কালচার কোথায় পাইবা
আমাগো দ্যাশের মত ॥

আসলে ভাই জন্মগত
কপাইল্যা ক্যাবলের মত
হৈলে চরতাম ইচ্ছা মত
কৈরা শিং বাঁকা
কিম্বা যদি রাইখা যাইত বাপে কিছু টাকা ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

যদির কথা শুধুই ছলা
কালা যদি হৈত ধলা
কাঁটাল গাছে ফলত কলা
হৈতাম আর্ট ডাইরেক্টর
মৌদনীপুরে সোনা ফলাইতাম
আইনা রুশি ট্যাক্টর ॥

যদি তোমরা থাকতে কাছে
যদি ফলত আর্টের গাছে
টাকার কাঁদি মাঝেমাঝে, যদি হৈতাম রাজা
যদি পাইতাম বোম্বায়ে রাম
আর-- রাধুর কাটলেট ভাজা ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

যদির কথা ছাড়ান দাও ভাই
হক্কের পাওনা তাও জোটে নাই
বাকি কয়দিন ক্যামনে গোঁয়াই রাইখা নিজের মান
সেইটুকু আইজ জানতে পারলে জুড়াইত পরাণ ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

ভেজাল ইতিহাসের দেশে
ভেজাল কাইন্দা ভেজাল হেসে
ভেজাল দেশপ্রেমে ভেসে
দিল্লি গিয়া হৈলাম না নবাব
ভারত স্বাধীন হৈল তবু না মৈল স্বভাব ॥

না শিখলাম দোকানদারী
না মোসাহেবী দরবারী
তাইতে বিপদ হৈল ভারি
অসময়ে গেলাম বুড়া হৈয়া
তোমরা আছ তাইতে বাঁচি প্রাণের কথা কইয়া ॥

হের পরেতে আইসাতেছে দিন
স্বাধীন দেশের বংশ নবীন
কি আন্ত্রিক কি রুশি চীন বসাইবে সব পথে—
বনে যাইবা ? বালী বধ আজ অরণ্যে পর্বতে ॥

আমার প্যাঁচাল শেষ করি আজ
যদিও বেকার নাই কোনো কাজ
ছড়ায় ঢাকি দুশ্চিন্তা লাজ হাসির খোরাক গাই
কালচার লৈয়া ঘর করি ভাই তার বেশি কী চাই ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

নিয়ো না মোর দোষত্রুটি
করছি বৃহৎ ছোটোছুটি
বাঁচি এবার পাইলে ছুটি যাউক সব শখ সাধ
ভালোবাসা নিয়ো / ইতি
চিত্ত পেরসাদ ॥

[তাল ফেরতা]

পুনশ্চ ঃ ভাইরে ভোঁর ভোঁর সারি
এই পত্র ডাকে দিতে
ইতিপূর্বে
পাইলাম না কোনো অবসরই।
খাজনার চাইতে বাজনা বেশি
দৈন চৈলা যায় লাভের মধ্যে
ফাঁকা দরাদরি
ভাইরে ভোঁর ভোঁর সারি ॥

পূজার কাটা দিন
এবার আমার কাইটা গেল
একলা ঘরে
স্বয়ম্ভু স্বাধীন
আরো পাইলাম শোক যেন
হৈলাম পিতৃহীন
পূজার কায়টা দিন ॥

ইচ্ছা ছিল মনে
ছবিটবি অনেক গুলান
বাইন্ধ্যা ছাইন্দা
পাঠামু এই পত্রখানার সনে
শুভ কর্মে শতেক বাধা
কহেন মুনি জনে
মনের ইচ্ছা রইলো আমার মনে ॥

বুঝি আর সকলি
বুঝলাম না রে কেমন আমার
পোড়া কপাল খানা
সে দুখ কারে বলি
আশার মেঘ ঘটা ঘনায়
বর্ষায় না আসে আর যায় চলি
বুঝি প্রায় আর সকলি ॥

থাউক হাবিজাবি
এই দুনিয়ার আজব কারবার
দৈখা শুইনা এখন কেবল ভাবি
দয়ামায়ার বেশি আমার
এই দুনিয়ায় আর কি আছে দাবি— ?
থাউক হাবিজাবি ॥

খাইতে আছি ঘোল
পাইদুড় আর পাঠান হীরোর হাতে,—

ফিল্মী হাটেতে
বিজ্ঞাপনী ঢোল
বাজাইতে ডাক পড়েছে আবার—
না বাজালে জুটবে না এক বেলারও খাবার
বেজায় গণ্ডগোল
খাইতে আছি জোলো পচা ঘোল ॥
সুখের মধ্যে আছে শুধু
তোমাগো সব স্মৃতি
তোমরা সবাই নিয়ো আমার
বিজয়ার প্রেম প্রীতি
পত্র করলাম ইতি ॥

আন্ধেরি,
৫ অক্টোবর ১৯৬০

কলিকাতা রেডিয়োতে প্রত্যহ দিনে তিনবার 'বারোমেসে = বোম্বাইয়া = চালদা' প্রোগ্রাম ঃ গ্রামোফোন রেকর্ড ঃ (ইউরোপীয় অপেরা সংগীতের সিনথেটিক আবহ যন্ত্র-যন্ত্রণাসহ)—

১। পঞ্চাশোর্ধ মর্দানা হিরোর গানা ঃ— 'ম্যায় তেরা মুহাব্বতুঁসে দিবানা মর্দানা' ;
২। পঁয়তাল্লিশোর্ধ ঔরত হিরোইনের গানা ঃ— 'ও—ও ও— ও—, তু মেরি জওয়ানি বর্বাদ্ঃ কর্‌ যা রে যা – ও—ও ও—ও পরদেশী—',
৩। হিরো হিরোইনের ডুএট ঃ—
'আভি না যাও দিল আভি ভরা নাহি ঔর থোড়া প্যার করো', 'পয়লা মোলাকাৎ = সে নাজুক দিল ফট্ গিয়া ! হায়— হায় !— ফিরভি ঘাবরানা ক্যা ?' সুরের অঙ্গভঙ্গি যেমন কুৎসিত, চিৎকারের সীমা তেমনি ভয়ানক !— এবং প্রত্যহ দিনে তিনবার বাংলায় আধুনিক, 'ভালোবাসা = মামলেট' প্রোগ্রাম ঃ গ্রামোফোন রেকর্ড ঃ—বোম্বাই = ঘরোয়ানা ঃ চটচটে করুণ রসে সিদ্ধ করে বাঙালী=বাঙালী [স্বাদ বজায় রাখা হয়।]

১। কবুতর কণ্ঠে ঃ 'হাওয়ায় এখোনো তোমার গন্ধো ভুর ভুর ভুর করছে— আমার মাথা ঘুরছে—।'
২। কবুতরী কণ্ঠে ঃ 'তুমি সবই জানো সবই বোঝো তবু কেন অসময়ে আসো আর ঠিক সময়েই আসো না—'
৩। কবুতর : কেন তুমি জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছো না আজকাল—'

৪। আমি কাঁদছি, পাতা নড়ছে, ফুল ঝরছে, পাখী ডাকছে— তোমার বাঁশী বাজছে না—আমি কাঁদছি—'

৫। মরদঃ 'আঁধার ঘরে তরী বেয়ে একা আমি যাই— যাই— আমার কিছু নাই ভালোবাসা চাই। তিনবার মালিশ— তোমার হপ্তায় বেলা ১১।টায়— 'এবার বিদায় দে মা একবার ঘুরে আসি।'

১। 'রোজোনী এখোনো বা— কি'— প্রাত্যহিক রাবিন্দ্রিক পথ্য— চড়চড়ে রোদে— 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—'

২। ভাদ্র দুপুরে—শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী'

৩। বিকেলের রোদে—'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া—'

৪। রাত দশটায়—'আগুন জ্বালো—'

৫। রাত এগারোটায়—দূর দেশী সেই রাখাল ছেলে—

৬। সকাল সাড়ে ছ'টায়—মিউমিউ গীতারে সুর—'ভাঙলো মিলন মেলা—'

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—বর্ণনা ও তালিকা দেওয়া অসাধ্য।—যাঁরা প্রোগ্রাম ঠিক করেন তাঁরা কি নিজেদের মতোই শ্রোতাদেরও সংগীতের শত্রু মনে করেন? দেশের হাওয়া বিষাক্ত করে, দেশের ছেলেমেয়েদের রুচি বিকৃত করে, দেশের মানুষের কর্ণ মর্দন করে প্রোগ্রাম কর্তাশ্রেণী যেভাবে দেশের শত্রুতা সরবে করছেন তা রোধ করার উপায় কি?, নিজের রেডিয়ো সেট না থাকলেও তো প্রতিবেশীদের আছে এবং তাদের প্রাপ্ত প্রায় বয়স্ক বালকবালিকাদের মর্কটজাতীয় ঔৎসুক্য আছে, সে বয়সে মেয়েদের বাড়ী থেকে বার হ'তে দেওয়া বন্ধ করা হয়। ছেলেরা বোম্বাইভক্ত হতে শুরু করে রেডিয়ো সেট ছেলেমেয়েদের নতুন খেলনা। যারা রেডিয়ো= গানা শুনতে চান না তাঁদের কান=বাঁচাবার উপায় কী?

কলিকাতা, অগষ্ট ২৮, ১৯৬৬

স্বপ্ন*

অন্য নামের অভাবে তাকে স্বপ্ন বলি— আমি স্বপ্ন দেখি কর্মকোলাহলের পথে চলতে চলতে, কখনো বা অলস বেলায়—সে আমার নিজের জগত আমার মনে ঝরণার মতো বয়ে যায়, গাছের মতো আকাশের দিকে শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্প মেলে বেড়ে ওঠে,

*চিত্ত প্রসাদ এই রচনাটির কোনো শিরোনাম দেননি, তারিখের উল্লেখ নেই। স্কুলার খাতাটিতে এটি ছিল। ওই খাতাতেই এই রচনাটির শেষে আছে 'বুড়ং দাদার ছড়া' সেটি রচিত হয়েছে ১৯ আগস্ট, ১৯৬৬। বুড়ং দাদার গল্প রয়েছে সম্বোধনহীন একটি চিঠিতে। ২০×৫ সে. মি. সাইজের খাতার ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ফ্যাণ্টাসিতে সেইজগতের কথা বলা হয়েছে এখানে স্বপ্নের কথায়ও রয়েছে সেই একই জগত। ব্যক্তিগত রচনা, ছড়া ও কবিতায় নানাভাবে এই স্বপ্ন ঘুরে-ফিরে এসেছে।—সম্পাদক।

কখনো বা খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো ছায়া ফেলে ভেসে চলে যায়, অথবা সে স্বপ্নের রাজ্য আমার যেন পাঁজী আর ঘড়ির বাইরে কোন এক অজ্ঞাত সময়ের মহাসমুদ্রের মাঝখানে একেলা একটি দ্বীপ মনে হয় যেন সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতেই কোনো এক মহারণ্যে তেমন এক জগত ছিলো এক কালে— আমি জন্মেছিলাম সেই আরণ্যক জগতে আরো অনেকের মাঝখানে— অনেক মানুষ অনেক পশু-পাখী-কীট নানান প্রাণী আর ঈশ্বর সৃষ্ট অন্যান্য অনেক-কিছুর মাঝখানে, — আর মনে হয় আবার একদিন জন্মাবো নিশ্চয় সেই আরণ্যক জগতে— আমার স্বপ্নের দ্বীপে, জন্মাবো সেই দ্বীপে শুধু আমি নয় এই পৃথিবীতে সেকালে যারা জন্মাবে তারা সবাই জন্মাবে সেই জগতে — ততোদিনে আমার স্বপ্নের সেই দ্বীপখানি সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হবে— এই পৃথিবী সেই দ্বীপ হবে ততোদিনে।

সেই দ্বীপে মানুষ নিত্যনতুন বাক্য রচনা করবে না পুরাতন অনেক কথা অনেক কাব্যও ভুলে যাবে, মানুষে-মানুষে প্রাণীতে-প্রাণীতে প্রভেদ বোঝাবার প্রয়োজন থাকবে না, বোঝাবার বাক্যও থাকবে না চক্ষু-কর্ণ আর হৃদয় মন দিয়ে···অনুভব উপভোগ করা সহজ হবে, মানুষের কণ্ঠে থাকবে শুধু সুর সাহায্যের সুর— সুখের সুর দুঃখের সুর বিস্ময়ের সুর ভয়ের সুর তৃপ্তির সুর সাহসের সুর— মানুষের চোখ হবে অন্তর্যামী আর আন্তরিকতার নীরব বাণীর প্রদীপের মতো, মানুষের কানে পৌঁছবে সকল জীবের ভাষা, নদীর কলতান তরু মর্মর, ঝড়ের মর্মবাণী,— মানুষ কাব্য রচনা করবে না পৃথিবীর কাব্যের জগতে কবি হয়ে বাঁচবে কবি হয়ে মরবে, সে জগত বাক্যাতীত ছবির মতো নির্বাক জগত, নির্বাক সুরের ধ্বনির জগত, অনুভবের জগত। বাগবিস্তারে যা কিছু বোঝানো যায় না বরং ব্যর্থ গোলমাল সৃষ্টি করে মনকে উদভ্রান্ত করা হয় সে সকল কিছুকে বাক্যে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা কেউ করবে না। মতভেদের দলাদলি সে জগতে কেউ জানবে না।

সে জগতে মানুষ দৈহিক খাদ্যাদির প্রয়োজনে দৈহিক পরিশ্রম করবে— সে পরিশ্রম দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সে পরিশ্রম এড়াবার জন্যে যন্ত্রাদির সৃষ্টি করে আলস্য বাড়াবে না, আলস্যকে গৌরবান্বিত করবার জন্যে তাকে সভ্যতা নাম দেবে না। সে জগতে মানুষ দৈহিক প্রয়োজনকে সংযমের দ্বারা সরল এবং স্বল্পে তুষ্টির সীমায় নির্দিষ্ট রাখবে— লোভ উশৃংখলতার বশে বিলাসের অহংকারের জঞ্জাল সামগ্রীতে জীবন ভারাক্রান্ত করবে না, সৌন্দর্য বোধের প্রেরণায় সানন্দ উপভোগের বিচিত্র সম্পদ-সৃষ্টি দিয়ে জীবনকে কাব্যময় করে তুলবে। সেসব সম্পদ মানুষের সঙ্গে বাঁচবে মানুষের সঙ্গেই মরবে অমরত্বের দম্ভ যে সম্পদকে স্পর্শ করবে না। আদি অনন্তহীন বিশ্বের অনন্ত মহিমা বোধকে কল্পিত অমরত্বের দম্ভে অসাড় অন্ধ বধির করে দেবে না। মানুষের নৃত্যগীত অলংকার সমগ্র বিশ্বের রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য বিস্ময়ার্ঘ্য-রূপে রচিত হবে। নিজের জীবনের সরল সহজ উপভোগ ও পূর্ণতা সম্বন্ধে সানন্দ চেতনা থেকে মানুষের উৎসব সৃষ্টি হবে। □